<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>দেওয়ানী আপিল বিচারক্ষেত্র</u>

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক

২০১৫ সালের এফ. এম. এ ২৮৩২

শ্রীমতি পিপলি পাল

বনাম

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া বীমা কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকজন

আবেদনকারী-দাবিদার জন্য : শ্রী কৃশানু বনিক, আইনজীবী

উত্তরদাতা নং ১-এর আইনজীবী : শ্রী রাজেশ সিং, আইনজীবী

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি

শুনানি : ২০.০২.২০২৩

বিচার : ০৪.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক :-</u>

১. এই আপিলটি ৩১শে অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের রায় এবং রোয়েদার বিরুদ্ধে করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারক, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, তৃতীয় আদালত, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ২০০৫ সালের এম.এ.সি. মামলা নং ২১৫-এ মোটরযান আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৬৬ এর অধীনে দায়ের করা আহত দাবিদারের দাবির আবেদন খারিজ করে দেন।

২. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হলো, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে আনুমানিক ৬:৩০ মিনিটে, যখন ভুক্তভোগী রায়গঞ্জ দিক থেকে ইটাহারের দিকে একটি ঠেলা ভ্যানে করে যাচ্ছিলেন, তখন জাতীয় সড়ক-৩৪-এর কাঁচা অংশের বাম দিক ধরে শ্রীপুর কৃষি খামারে পৌঁছান, সেই সময় একই দিকে ছুটে আসা WB-62/6150 নম্বরের একটি অপরাধমূলক গাড়ি (স্কুটার) দ্রুত এবং অবহেলাজনিতভাবে তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কার ফলে ভুক্তভোগী রাস্তায় পড়ে যান এবং তার উভয় পায়ে একাধিক আঘাত এবং ফ্র্যাকচার হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে ভুক্তভোগীকে ইটাহার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখান থেকে তাকে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আঘাতের কারণে, ভুক্তভোগী স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনায় প্রাপ্ত আঘাত এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে অক্ষমতার কারণে, ক্ষতিগ্রস্থ দাবিদার তার স্ত্রী শ্রীমতী পিপলি পালের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের মোটরযান আইনের ১৬৬ ধারা অনুসারে ৫,০০,০০০/- টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

৩. আহত দাবিদার তার মামলাটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেকে এবং তার স্ত্রীকে পাশাপাশি আরও দু 'জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন এবং নথি উপস্থাপন করেছেন যা যথাক্রমে **প্রদর্শনী-১** থেকে **৮** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. উত্তরদাতা নং ১- বীমা সংস্থাটি কোনও প্রমাণ পেশ করেনি।

৫. অপরাধমূলক গাড়ির উত্তরদাতা নং ২- মালিক দাবির আবেদনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং অপরাধমূলক গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

৬. বর্তমান আবেদনে, আপীলের নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও, অপরাধী গাড়ির উত্তরদাতা নং ২- মালিক প্রতিনিধিত্বহীন।

৭. নথিভুক্ত সামগ্রী এবং আহত দাবিদার পক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ১৬৬ ধারার অধীনে দায়ের করা দাবিদারদের দাবির আবেদন খারিজ করে দেয়।

৮. বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় ও রায়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, আহত দাবিদার বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৯. আপিলকারী-দাবীদারের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কৃষ্ণু বণিক দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দাবির আবেদন খারিজ করে ভুল করেছেন। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ভুক্তভোগীর সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করেছেন

এই ভিত্তিতে গাড়ির সম্পৃক্ততা যে অপরাধমূলক গাড়িটি ভুক্তভোগীকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে এবং যেহেতু দুর্ঘটনাটি ফেব্রুয়ারি মাসে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে ঘটেছে, তাই তার পক্ষে অপরাধমূলক গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩ নামে ঘটনার অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ দেখা সম্ভব হয়নি কারণ তার উপস্থিতি ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং চার্জশিটে সাক্ষী হিসাবে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের এই ধরনের অনুসন্ধানগুলি রেকর্ডের উপকরণগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ (আহত) জেরা করার সময় সত্যিকার অর্থে বলেছেন যে, তিনি নির্দিষ্ট গাড়িটি দেখেননি যেহেতু তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল, তবে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩-এর প্রমাণ পাল্টা পরীক্ষায় অপ্রতিরোধ্য রয়ে গেছে যা বিজ্ঞ ট্রাইবুনেল বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। মোটর দুর্ঘটনার দাবির ক্ষেত্রে, দাবিদারকে তার মামলাটি সম্ভাবনার প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে স্থাপন করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ছায়ার বাইরে তার মামলা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তার যুক্তিগুলিকে সমর্থন করার জন্য, তিনি ***সুনীতা ও অন্যান্যরা বনাম রাজস্থান রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগম ও অন্যান্যরা*** ***এবং বিমলা দেবী ও অন্যান্যরা বনাম হিমাচল সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এবং অন্যান্যরা***-গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম মিতা সামন্ত এবং অন্যান্যরা এ গৃহীত এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন যে, মোটর যানবাহনের ১৭০ ধারার অধীনে ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও বীমা সংস্থাটি আইনটি প্রাথমিকভাবে দেখানোর জন্য অপরাধী গাড়ির মালিককে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে

---

১ এআইআর ২০১৯ এস. সি. ৯৯৪

২ ২০০৯ (২) টি. এ. সি. ৬৯৩ (এস. সি.)

৩ (২০১০) ১ ডাব্লুবিএলআর (ক্যাল) ১৩৭

যানবাহনের অ-অংশগ্রহণ এবং এইভাবে কোনও বিপরীত প্রমাণের অভাবে দাবিদারটির সংস্করণ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে, দুর্ঘটনার পদ্ধতি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, অপরাধমূলক গাড়ির চালকের পক্ষ থেকে অবহেলা করা হয়েছিল এবং মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে রেস ইপসা লোকিটুরের নীতি প্রযোজ্য। তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি ***পুষ্পবাই পুরুষোত্তম উদেশী এবং অন্যান্যরা বনাম রঞ্জিত জিনিং এবং প্রেসিং কোং লিমিটেড (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা*** গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের ভিত্তিতে দাবিদারদের মামলাটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এফআইআর দায়ের করতে বিলম্ব হওয়া পর্যন্ত দাবিদারদের দাবি কার্যকর হবে না যতক্ষণ না দেখা যায় যে এই ধরনের এফআইআর কোনও বানোয়াট বা মনগড়া বা প্রকৌশলের ফলাফল। তাঁর পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির সমর্থনে, তিনি ***রবি বনাম বদ্রীনারায়ণ এবং অন্যান্যরা*** মামলায় গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কোনও ভিত্তি ছাড়াই সেই ডাক্তারের প্রমাণকে অবিশ্বাস করেছে যিনি দাবিদারকে চিকিৎসা করেছিলেন এবং অক্ষমতার শংসাপত্র জারি করেছিলেন।

যতদূর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কিত, আবেদনকারী-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বানিক বলেন যে দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর বয়স ৪২ বছর এবং সেই হিসাবে গুণক ১৪ বছর হওয়া উচিত। ভুক্তভোগীর আয়ের ক্ষেত্রে, তিনি ন্যায্যভাবে বলেন যে আয় প্রমাণিত হয়নি তবে ২০০৫ সালের অর্থনৈতিক কারণগুলির কথা মাথায় রেখে, আয় প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

---

৪ এআইআর ১৯৭৭ এসসি ১৭৩৫

৫ ২০১১ (১) টি. এ. সি. ৮৬৭ (এস. সি.)

দাবিদার-আহত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য তার বার্ষিক আয়ের ২৫ শতাংশের সমতুল্য পরিমাণের অধিকারী।

যেহেতু ভুক্তভোগী ৬০ শতাংশ অক্ষমতায় ভুগছেন, তাই তার উপার্জনের ক্ষতি এই ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত।

তাঁর পূর্বোক্ত জমা দেওয়ার আলোকে, তিনি বিদ্বান ট্রাইব্যুনালকে বরখাস্ত করার আদেশ বাতিল করার এবং দাবিদার-আহতের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

১০. আপিল-দাবিদার পক্ষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিতর্কের জবাবে, শ্রী রাজেশ সিং, প্রত্যর্থী নং ১ বীমা সংস্থার বিদ্বান উকিল বলেন যে গাড়িটি প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ (আহত) দ্বারা সনাক্ত করা যায়নি, যিনি তাঁর জেরাপত্রে স্বীকার করেছেন যে তিনি নির্দিষ্ট গাড়িটি দেখতে পাননি। দাবিদার অন্য একজন সাক্ষী প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩-এর প্রমাণ পেশ করেছেন, যিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩ খামরুয়ার বাসিন্দা, যা ঘটনার স্থান থেকে অনেক দূরে এবং তাই ঘটনার জায়গার কাছাকাছি সাক্ষীর উপস্থিতি সন্দেহজনক। সাক্ষী, তাঁর প্রমাণ অনুযায়ী, দাবিদারকে চেনেন এবং তাই, একজন আগ্রহী সাক্ষী। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩ তাঁর সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ভুক্তভোগীর সঙ্গে হাসপাতালে যাননি। তাছাড়া, ফেব্রুয়ারি মাসে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তাতে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩-এর বর্ণিত অপরাধমূলক গাড়ির নম্বরের দৃশ্যমানতা সত্য নয়। উপরন্তু, প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩ তদন্তকারী সংস্থার দায়ের করা চার্জশিটে তালিকাভুক্ত সাক্ষী নয়। অতএব, গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩-এর প্রমাণ নির্ভরযোগ্য নয়।

তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে গাড়িটি ছিল দুর্ঘটনার তারিখে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি এবং কোনও চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি নেই

অপরাধমূলক গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রতিফলিত করে, অতএব, দাবিদার দ্বারা দাবি করা হিসাবে এর জড়িত থাকা সন্দেহজনক।

উপরন্তু তিনি জমা দিয়েছিলেন যে যেখানে রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি স্পষ্টভাবে অপরাধমূলক গাড়ির জড়িত না থাকার ইঙ্গিত দেয় এবং মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে, দাবিটি খারিজ করা উচিত। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, তিনি ***অনিল এবং অন্যান্যরা বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড এবং অন্যান্যরা*** -এ পাস হওয়া সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, মোটরযান আইনের ১৩৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে চালক বা অপরাধী গাড়ির মালিক কেউই দুর্ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে অবহিত করেননি, যা দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীর ঘটনা ও আহত হওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক করে। ***সফিক আহমেদ বনাম আই. সি. আই. সি. আই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্যদের ৭*** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে তিনি বলেন, মিথ্যা দাবি মামলা দায়েরের বৃদ্ধির সাথে সাথে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ জারি করেছে।

তাঁর পূর্বোক্ত জমা দেওয়ার আলোকে, তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত বরখাস্তের আদেশটি নিশ্চিত করা উচিত।

১১. দাবির আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করেছেঃ

১. দাবির মামলাটি কি তার বর্তমান রূপ এবং প্রার্থনায় রক্ষণযোগ্য?

২. মামলাটি কি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং তদনুসারে আদালতের ফি প্রদান করা হয়?

---

৬ (২০১৮) ২ এস. সি. সি. ৪৮২

৭ ২০২১ (৪) টি. এ. সি. ৬৮২ (এস. সি.)

৩. গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডাব্লিউ.বি -৬২/৬১৬৫ (স্কুটার) দাবিদার পিপলি পালের স্বামী সন্তোষ পালের দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল ?

৪. অপরাধমূলক গাড়ির চালকের বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কিনা?

৫. অপরাধমূলক গাড়িটি যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক সময়ে বৈধ বীমা পলিসির আওতায় ছিল কি না ?

৬. দাবিদার কি অনুরোধ অনুযায়ী কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ?

৭. অন্য কোন ত্রাণ বা স্বস্তি, যদি থাকে, ভুক্তভোগী পাওয়ার অধিকারী ?

১২. ১, ২ এবং ৫ নম্বর ইস্যুটির সিদ্ধান্ত দাবিদারদের পক্ষে নেওয়া হয়েছিল। ৩ এবং ৪ নম্বর ইস্যুটির সিদ্ধান্ত দাবিদারদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছিল যার ফলে দাবির আবেদন খারিজ হয়ে যায়। অতএব, উপরোক্ত দুটি বিষয় যা অপরাধমূলক গাড়ির জড়িত থাকা এবং অপরাধমূলক গাড়ির চালকের বেপরোয়া ও অবহেলা সম্পর্কিত কাজগুলি এই আবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

১৩. একেবারে শুরুতে, আইনের এই স্থিরীকৃত প্রস্তাব যে মামলাগুলি সম্ভাবনার প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে নিষ্পত্তি করা হয় এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণের মান মোটর দুর্ঘটনার মামলাগুলি মোকাবেলা করার সময় প্রয়োগ করা যায় না, যেমনটি যথাযথভাবে যুক্তি দিয়েছেন *সুনীতা (উপরে)* এবং *বিমলা দেবী (উপরে)*-র উপর নির্ভরশীল আপিল-দাবিদার পক্ষের বিদ্বান উকিল শ্রী বানিক। সন্তোষ পাল, প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ (দাবিদার-আহত) এবং দীপক শীল, প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩ (ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী)-এর প্রমাণের উপর নির্ভরযোগ্যতার অভাবের ভিত্তিতে লঙ্ঘনকারী গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ করা হয়েছিল এবং এফআইআর দায়ের করতে বিলম্ব। প্রতিষ্ঠার জন্য দাবিদার

গাড়ির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনি নিজেকে P.W.2 হিসেবে পরীক্ষা করেছেন এবং P.W.3 হিসেবে দীপক শীল নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও তুলেছেন এবং FIR (প্রদর্শনী-১), চার্জশিট (প্রদর্শনী-২) এবং জব্দ তালিকা (প্রদর্শনী-৩) আকারে নথিপত্র উপস্থাপন করেছেন। যদিও P.W.2, সন্তোষ পাল (ক্ষতিগ্রস্ত দাবিদার) - দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে - WB-62/6150 নম্বর নিবন্ধন নম্বর সহ অপরাধী গাড়িটি তাকে ধাক্কা দিয়েছিল, তবুও জেরা করার সময় - এই সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে তিনি - যে নির্দিষ্ট গাড়িটি তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছিল - সেই গাড়িটি লক্ষ্য করেননি। সুতরাং, গাড়ির সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে - দাবিদার-আহতদের প্রমাণ - অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যাই হোক না কেন, পি.ডব্লিউ.৩, দীপক শীল তার সাক্ষ্য-প্রমাণে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখে (অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫) প্রায় ১৮:৩০ মিনিটে, ভুক্তভোগীকে WB-62/6150 নম্বর নিবন্ধন নম্বরযুক্ত একটি অপরাধমূলক গাড়ি (স্কুটার) ধাক্কা দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে তিনি আহত হন এবং তিনি ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বীমা কোম্পানি এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে কারণ তার বাসস্থান ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে, তিনি একজন আগ্রহী সাক্ষী ছিলেন, চার্জশিটে তাকে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে অভিযুক্ত গাড়ির নম্বর দেখার সম্ভাবনা ছিল। এটা সত্য যে জেরায় এই সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে তার বাসস্থান প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে। তবে, ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকায়, শুধুমাত্র তার বাসস্থান দূরে থাকার কারণে, ঘটনাস্থলের কাছে সাক্ষীর উপস্থিতি সন্দেহজনক হয় না। সাক্ষী আকস্মিক সাক্ষী হতে পারে। ঘটনার স্থানের কাছে সাক্ষীর উপস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করে কোনও জেরা নেই। যদিও এই সাক্ষী তার সাক্ষ্যে জবানবন্দি দিয়েছেন

যদিও এই সাক্ষী তার সাক্ষ্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আহত এবং তার স্ত্রী তার কাছে পরিচিত, এই সত্যটি এই সাক্ষীর অন্যথায় নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারে না। কেবল দাবিদারটির সাথে পরিচিত হওয়া প্রমাণ করে না যে সে একজন আগ্রহী সাক্ষী। এটি একটি সত্য যে এই সাক্ষীকে চার্জশিটে নাম দেওয়া হয়নি। যাইহোক, এমন কোনও কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম নেই যে কেবল চার্জশিট সাক্ষীকে দাবির ক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণকেও এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে সন্ধ্যার সময় দুর্ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখ এবং সময়ে অপরাধী গাড়ির নম্বর দেখা সাক্ষীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে, জেরা করার সময় সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় যে স্থানটি সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এই প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ দেখায় যে দুর্গাপুরে রাস্তার উভয় পাশে বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। এই ধরনের দোকানগুলির আলো ঘটনার স্থানটিকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারত। সুতরাং, সেই সময়ে সাক্ষী দ্বারা অপরাধমূলক গাড়ির সংখ্যা দেখার সম্ভাবনাকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না।

১৩.১. বীমা সংস্থাটি স্কুটারের মালিক বা চালকের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক গাড়ির জড়িত না থাকার বিষয়ে কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। *মিতা সামন্ত (উপরে)* মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছে।

"অতএব, আইনের ১৭০ ধারার অধীনে বীমা কোম্পানি ছুটি নেওয়ার পরেও, গাড়ির মালিক বা চালককে তলব না করে, দাবিদারদের অভিযোগ অস্বীকার করার জন্য, সংশ্লিষ্ট গাড়ির জড়িত থাকার বা বেপরোয়া ও অবহেলামূলক গাড়ি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করার জন্য, আদালতের কাছে দাবিদারদের অভিযোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই, যদি না দাবিদার বা তাদের সাক্ষী গাড়ির জড়িত না থাকার বিষয়ে বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অবদানমূলক অবহেলার বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করে

দাবিদারদের অভিযোগের মিথ্যা প্রমাণ প্রদর্শনকারী অনাগ্রহী সাক্ষীর দ্বারা প্রদত্ত নির্দোষ প্রকৃতির অন্যান্য প্রমাণ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, সেই ধরণের কোনও স্বীকারোক্তি বা প্রমাণ নেই। এই ক্ষেত্রে, ড্রাইভারের বিরুদ্ধে চার্জশিট জারি করা হয়েছে এবং তাই, আইনের ১৭০ ধারার অধীনে ছুটি নেওয়ার পরেও বীমা কোম্পানি কেন সত্য প্রকাশের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উক্ত ড্রাইভারকে তলব করবে না তার কোনও কারণ নেই। যখন চালককে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে, তখন আমরা চালক এবং দাবিদারদের মধ্যে যোগসাজশ অনুমান করতে পারছি না। বর্তমান মামলার তথ্য অনুসারে, দাবিদারদের প্রত্যক্ষদর্শীকে অবিশ্বাস করা ন্যায়বিচারের প্রতি প্রহসন হবে, যখন মালিক এবং চালক আইনের ১৭০ ধারার অধীনে ছুটি নেওয়ার পরেও হাজির হচ্ছেন না এবং এমনকি তাদের তলবও করা হচ্ছে না, এমনকি দাবিদারদের দৃষ্টান্তে জেরা করার জন্য।

১৩.২. এই মাননীয় আদালতের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে, যেহেতু আপিলকারী-বীমা সংস্থা আইনের ১৭০ ধারার অধীনে ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও অপরাধমূলক গাড়ির মালিক বা চালকের প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে গাড়ির জড়িত না থাকার পক্ষে তার প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই এই বিষয়ে দাবিদার পক্ষে পরীক্ষিত প্রসিকিউশনের সাক্ষী৩ নামে প্রত্যক্ষদর্শীকে অবিশ্বাস করা ন্যায়বিচারের উপহাস হবে।

১৩.৩. এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের কারণেও গাড়ির জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ করা হয়েছে। এটি সত্য যে দুর্ঘটনাটি ১৯ শতাংশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫-এ ঘটেছে এবং অভিযোগটি প্রায় ২৮ দিন পরে ২১শে মার্চ, ২০০৯৫-এ দায়ের করা হয়েছে। দাবিদার পিপলি পালের স্ত্রী হলেন সেই তথ্যদাতা যিনি লিখিত অভিযোগে বলেছেন যে, তাঁর স্বামীর চিকিৎসার কারণে এফআইআর দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছে। লার্নড ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছে যে ভুক্তভোগীকে ২০০৫ সালের ৯ই মার্চ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যেখানে এফআইআর ছিল

২০০৫ সালের ২১শে মার্চ দায়ের করা পিটিশনে বলা হয় যে, এই ধরনের বিলম্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই বিষয়ে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানগুলি অতিপ্রযুক্তিগত বলে মনে হচ্ছে। এফআইআর-এর কোনও মনগড়া বা মনগড়া বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনও ভিত্তি নেই। এফআইআর-এ কোনও মনগড়া বা মনগড়া বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনও প্রমাণের অভাবে, বিলম্ব দাবিদারদের মামলাটিকে সন্দেহজনক করে তুলতে পারে না। আমি রবি (উপরে)-র উপর নির্ভর করে আবেদনকারী-দাবিদারদের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বনিকের জমা দেওয়ার বিষয়বস্তু খুঁজে পাই।

১৩.৪. যদিও প্রত্যর্থী নং ১- বীমা কোম্পানির বিদ্বান উকিল শ্রী সিং কঠোরভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে ঘটনাটি সন্দেহজনক কারণ মোটর যানবাহন আইনের ১৩৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে চালক বা লঙ্ঘনকারী গাড়ির মালিক পুলিশ কর্তৃপক্ষকে কোনও তথ্য দেননি, তবুও চালক বা লঙ্ঘনকারী গাড়ির মালিকের দ্বারা এই ধরনের অমান্য দাবিদার দ্বারা করা দাবির বিরুদ্ধে প্রতিকূল অনুমানের দিকে পরিচালিত করে না।

১৩.৫. ৯ই মার্চ, ২০০৫ তারিখের ডিসচার্জ সার্টিফিকেট থেকে আরও জানা যায় যে, দুর্ঘটনার তারিখে, সড়ক দুর্ঘটনার ইতিহাস থাকায়, ১৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে, ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

১৩.৬. আরও তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, অপরাধমূলক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। অতএব, এফআইআর (**প্রদর্শনী-১**) এবং চার্জশিট (**প্রদর্শনী-২**) দ্বারা সমর্থিত প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩-এর প্রমাণ বিবেচনা করে, এটি বেশ স্পষ্ট যে গাড়িটি উক্ত দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল যার ফলে ভুক্তভোগী আহত হয়েছিল।

১৩.৭. *পুষ্পবাঈ পুরুষোত্তম উদেশীতে (উপরে),* নাগপুর থেকে পাণ্ডুরনার দিকে যাওয়ার সময় গাড়িটি গাছে ধাক্কা দেয় যা প্রকৃতপক্ষে বেশ হাতের কেসের থেকে ভিন্ন।

১৩.৮. অনিলের (উপরে উল্লিখিত) সঙ্গে জড়িত তথ্যগুলিও স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন এবং তাই, বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১৪. দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালকের বেপরোয়া এবং অবহেলার আচরণের বিষয়ে, দেখা গেছে যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পি.ডব্লিউ.৩ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অপরাধী স্কুটার চালকের বেপরোয়া এবং অবহেলার কারণে। জেরায় এই তথ্য অপ্রমাণিত রয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮ ধারার অধীনে অপরাধী গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে দাখিল করা চার্জশিট দ্বারা পি.ডব্লিউ.৩-এর প্রমাণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই অবস্থানের কারণে, দাবিদার অপরাধী গাড়ির চালকের বেপরোয়া এবং অবহেলার আচরণের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন।

১৫. যদিও সফিক আহমেদ (উপরে) এর উপর নির্ভরশীল বিবাদী নং ১-বীমা কোম্পানির বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সিং আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে মিথ্যা দাবির মামলা দায়েরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও আমার মতে, কোনও সাধারণীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না এবং প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

১৬. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত বরখাস্তের আদেশটি বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ।

১৭. এখন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করতে হবেঃ

(i) গুণক,

(ii) আয়,

(iii) আয়ের ক্ষতি,

(iv) আর্থিক ও অ-আর্থিক ক্ষতি।

১৭.১. ভোটার পরিচয়পত্র (**প্রদর্শনী-৪**) থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি ভুক্তভোগীর বয়স ছিল প্রায় ৩২ বছর। সুতরাং, ২০০৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি দুর্ঘটনার তারিখে ভুক্তভোগীর বয়স ছিল ৪২ বছর ১ মাস। ***সরলা ভার্মা (শ্রীমতী) এবং অন্যান্যরা বনাম দিল্লি পরিবহন কর্পোরেশন এবং অন্যান্যরা*** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরে, গুণক হওয়া উচিত ১৪ বছর।

১৭.২. যতদূর আয়ের কথা বলা যায়, দাবি আবেদন এবং দাবিদার পক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণ অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় আহত ব্যক্তি একজন থেলা টানতেন এবং তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা। ২০০৫ সালে দুর্ঘটনার সময় প্রচলিত অর্থনৈতিক কারণগুলি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে দাবিদার দ্বারা দাবি করা আয় যুক্তিসঙ্গত এবং তা গ্রহণ করা উচিত। ভুক্তভোগী ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য তার বার্ষিক আয়ের ২৫ শতাংশের সমতুল্য পরিমাণের অধিকারী যেহেতু দুর্ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ৪২ বছর এবং তিনি স্ব-নিযুক্ত ছিলেন।

১৭.৩. আয়ের ক্ষতির বিষয়ে জানা যায় যে আহত-দাবি করা ব্যক্তি তার অক্ষমতার শংসাপত্র প্রমাণ করার জন্য ডাঃ অনিন্দ সরকারকে প্রসিকিউশনের সাক্ষী৪ হিসাবে পরীক্ষা করেছেন যিনি **প্রদর্শনী-৮** হিসাবে চিহ্নিত অক্ষমতার শংসাপত্রটি প্রমাণ করেছেন। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৪ বলেন যে ভুক্তভোগী ৬০ শতাংশ অক্ষমতায় ভুগছেন। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৪ রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত একজন শল্যচিকিৎসক (অর্থোপেডিক)। তিনি আহত-ভিকটিমকে অপারেশন করেছিলেন এবং ৯ই মার্চ, ২০০৫-এ তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দেন যে তিনি সুপারিনটেনডেন্ট এবং অন্যান্য ডাক্তারদের সাথে মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছিলেন যা আহতদের অক্ষমতার শংসাপত্র জারি করেছিল। ৬০ শতাংশ অক্ষমতা দেখাচ্ছে। এই সাক্ষী আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ভুক্তভোগী

---

৮ (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১

মাথার ত্বকে পলিট্রমা ইনজুরি, বাম পায়ে ক্লোজড সেগমেন্টাল ফ্র্যাকচার এবং ডান পায়ে গ্রেড-৩বি ফ্র্যাকচার। ২০০৫ সালের ৯ই মার্চ (**প্রদর্শনী-৬**) তারিখের ডিসচার্জ শংসাপত্রও সড়ক ট্র্যাফিক দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীর এই ধরনের আঘাতের কথা প্রকাশ করে। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৪-এর প্রমাণটি বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল এই ভিত্তিতে অবিশ্বাস করেছিল যে অক্ষমতা শংসাপত্রের কিছু কলাম (**প্রদর্শনী-৮**) পূরণ করা হয়নি। যাইহোক, এই ধরনের অক্ষমতা শংসাপত্রের কোনও উৎপাদন বা সংগ্রহের কোনও বিপরীত প্রমাণ নেই। রোগীর চিকিৎসা করা এবং বোর্ডের সদস্য ডাক্তার (প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৪) বলেন যে ভুক্তভোগী ৬০ শতাংশ অক্ষমতায় ভুগছেন। এই ধরনের অবস্থান, শারীরিক অক্ষমতা ৬০ শতাংশ গ্রহণযোগ্য। এখন এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরনের শারীরিক অক্ষমতা ভুক্তভোগীর উপার্জনের উপর প্রভাব ফেলেছে কিনা। ভুক্তভোগী স্বীকার করে যে সে একজন থেলা টানার ছিল এবং এই ধরনের আঘাতের কারণে সে বেকার হয়ে গেছে। তবে, কোনও মেডিকেল প্রমাণ নেই যে ভুক্তভোগী, ফ্র্যাকচারের আঘাতের কারণে, মোটেও কাজ করতে অক্ষম। ক্রস-পরীক্ষায়, প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৪ স্বীকার করেছেন যে কোনও ঘাটতি বা অঙ্গচ্ছেদ করার কোনও নোট নেই। উপরের বিষয়টি বিবেচনা করে, আমার মতে, ভুক্তভোগীর উপার্জনের ক্ষতি ৩০ শতাংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

১৭.৪. দেখা গেছে যে, তার হাড়ভাঙা আঘাতের চিকিৎসার জন্য ভুক্তভোগীকে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল যা ডিসচার্জ শংসাপত্র থেকে প্রকাশিত হয় (**যথাক্রমে প্রদর্শনী-৬,৬/১,৬/২,৬/৩**)। যদিও কোনও চিকিৎসা ব্যয় প্রমাণিত হয়নি, তবে মনে রাখবেন যে ভুক্তভোগীকে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, আমি এই পরিমাণের অনুমতি দিতে আগ্রহী চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য ৫,০০০/- টাকা।

১৭.৫. যতদূর অ-আর্থিক ক্ষতির কথা বলা যায়, ব্যথা এবং কষ্টের মাথায় রেখে, হাসপাতালে ভর্তি এবং ভুক্তভোগীর দ্বারা গৃহীত অপারেটিভ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে, আমি ৩০,০০০/- টাকা মঞ্জুর করতে ইচ্ছুক।

১৮. বর্তমান আবেদনে অন্যান্য বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

১৯. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ক্ষতিপূরণের গণনা হল নিচে দেওয়া হয়েছেঃ

ক্ষতিপূরণের গণনা

মাসিক আয়	৩,০০০ টাকা/-
মাসিক আয় (৩,০০০/- x ১২ টাকা)	৩৬,০০০ টাকা/-
যোগ করুনঃ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা @২৫ শতাংশ বার্ষিক আয়ের	৯,০০০/- টাকা
	৪৫,০০০/- টাকা।
আয়ের ক্ষতি: ৩০ % আয়ের ক্ষতি	১৩,৫০০/- টাকা।
গুণক গ্রহণ ১৪ (১৩,৫০০/- x ১৪ টাকা)	১,৮৯,০০০/- টাকা।
যোগ করুন: চিকিৎসা ব্যয়	৫,০০০/- টাকা।
যোগ করুন: অ-আর্থিক ক্ষতি	৩০,০০০/- টাকা।
মোট ক্ষতিপূরণ	২,২৪,০০০/- টাকা।

২০. সুতরাং, দাবিদার দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থ প্রদান পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে সুদ সহ ২,২৪,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

২১. বিবাদী নং ১-বীমা কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে চেকের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত সুদের সাথে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমা দিতে হবে।

২২. উপরোক্ত পরিমাণ জমা দেওয়ার পর, বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতা আপিলকারী-দাবীদারের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর তার পক্ষে তা প্রকাশ করবেন।

২৩. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, আপিল অনুমোদিত। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল দ্বারা দাবির আবেদন খারিজ করার বিতর্কিত রায়টি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

২৪. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৫. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৬. তথ্যের জন্য নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হোক।

২৭. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal